কথা আর কাজে

আবহমান কাল ধরে বাঙ্গালীদের কথা আর কাজের অমিলের কথা আমাদের নিজেদেরই কথায় কথায় খেদ হিসেবে, চায়ের আড্ডায় মজার আলোচনার বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বড় বড় বাস্তবতা বিবর্জিত গল্প ফাদা, অদ্ভুত কোন গল্প বলে অপরপক্ষকে তাক লাগিয়ে দেয়া সবই আমরা অনেকটা স্বাভাবিক বলে ভাবি আমাদের জীবনে। অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদেরকে অমুক মামা তমুক দাদুর উদাহরন দেই গর্ব ভরে অদ্ভুত গল্প বলার জাদুকর হিসেবে। দরিদ্র মানুষের জীবনে 'ফ্যান্টাসী' বা চমকপ্রদক / আনন্দদায়ক ভাবনা / কল্পনা সব সময়ই কাজ করে। তাই বোধহয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ঠকে চলছে সহজ সরল মানুষগুলো। যে কেউ মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, অনাগত সুখের কল্পনার ছবি দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়। রাজনীতিবিদরা দেখান উন্নতির জোয়ারের স্বপ্ন, আদম ব্যবসায়ীরা দেখান ধন-সম্পদের স্বপ্ন আর হুজুররা দেন পরকালের অসীম সুখের আশ্বাস। কিন্তু কথায় আর কাজে থাকে বিরাট ফাক।

তবে সব যে শুধু যারা ঠকায় তাদের দোষ তা বলব না। যদি আমরা মুখ গুজে থেকে ঠকে যেতে চাই তো তারা এ সুযোগ ছাড়বেনই বা কেনো? পৃথিবীর জন্ম লগ্ন থেকেই শাসক আর শোষিতের দুটি দল পৃথিবীজুরে বিদ্যমান এবং যতদিন পৃথিবী থাকবে এ দুটি দল ও ততদিন থাকবে। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এই শোষনের মাত্রা অনেক বেশী প্রকট আর নগ্ন। কারন আমাদের নিজেদের মাঝে সচেতনতা অনেক কম। সচেতনতা তৈরীর জন্য প্রয়োজন অনেকবেশী তথ্যমুলক বই পড়া, ডকুমেন্টরী ও তথ্যমুলকসিনেমা দেখা, পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত চোখ রাখা,বহির্বিশ্বের উন্নত জীবন ধারার মুল উৎস কি তা সন্ধান করা, রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু আজ মধ্যবিত্তের জীবনের একটা বিরাট অংশ কাটে চটকদার বিনোদনমুলক বই পড়ে, টিভিতে হিন্দী সিরিয়াল দেখে, কোন দেশে কত ভালো শপিং ক রা যায় বা বেড়াতে যেয়ে অন্যদের কিভাবে তাক লাগিয়ে দেয়া যায় এইসব নিয়ে। রাজনীতির প্রসঙ্গে মতামত হলো 'আমি নিরপেক্ষ'। কথাটা এভাবে বলা হয় যেন 'আমি এসবের বাইরে', অর্থ্যাৎ প্রত্যেকেরই দেশের চলমান রাজনীতিতে কি ঘটল তা নিয়ে কিছু এসে যায় না এমনভাব। আসলে কি কেউ এ পৃথিবীতে রাজনীতির বাইরে আছেন? প্রত্যক্ষভাবে কোন দলের সাথে যুক্ত থেকে মিটিং মিছিল করাই কি রাজনীতি? তাই যদি হবে তবে কেন বোমা হামলা, ছিনতাই, ঘুষ, দুর্নীতির ঘটনায় সবাই তাহলে চিন্তিত হই? আসলে আজকে আমরা সবাই হাওয়ায় ভাসছি, কোন কিছু নিয়েই গভীরভাবে ভাবতে চাই না। চাইনা কোন কিছুর মুলে পৌছাতে। নেই কোন নাগরিক সচেতনতা।

সাধারন মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় মুখোশধারী কিছু লোক ছলাকলার সাহায্যে। দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী করে গড়ে তোলা হয় নানারকম বাহিনী। যার মাধ্যমে তৈরী করা হয় দেশ জুড়ে অরাজক পরিস্থিতি আর ঘটানো হয় নাশকতামুলক কাজ। যারা আজ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে এতো মরিয়া তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছে করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে তাদের গোপন তৎপরতা চালানোর দরকার কি? আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছে করলে যেকোন সময় যেকোন জায়গায় তার আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, নয় কি? তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে আল্লাহ মানুষের মন পরিবর্তন করে দেন অথবা আবার কোন নবী পাঠান। নাকি তারা আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না? মনের যন্ত্রনা কোথায় রাখবে সাধারন নিরুপায় লোকজন? যখন দেশের সুধী সমাজ এদেশের সমাজ ব্যবস্থা, জীবন পদ্ধতির প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী আইন চান, পুরনো আইন-ব্যবস্থার সংস্কার চান তখন কিছু স্বার্থান্বেষী লোকজন তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য লোকজনকে বিপথগামী করে তুলছেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্মঘাতী হামলা চালানোর প্রয়োজনীয়তাইবা কি? সাধারনভাবে দেখা যায় গোড়া মুসলমানরা অনেক সময় তাদের স্বার্থ উদ্ধার করার অনেক ধরনের তাবিজ কবজের সাহায্য নেয় এখন জজদের জন্য সে ধরনের কোন ব্যবস্থা নিলেইতো সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।

বোমা মারার বদলে যাদেরকে সন্ত্রাসীরা পথের কাটা ভাবছেন তাদেরকে তাবিজ মারা হোক। আর তাছাড়া আজকালকার (অনুসলিম) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বোমা মারা কি শরীয়তসম্মত? যেহেতু সন্ত্রাসীরা নবীজির সময়ে ফিরে যেতে চান এবং সর্বকাজে নবীজিকে অনুসরন করতে চান তাহলে নবীজি যেহেতু ঢাল-তলোয়ার ব্যবহার করে উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন, তিনি সামনাসামনি আক্রমন করতেন, গোপনে নিরস্ত্র লোকদের মাঝে যেয়েতো বোমা ফাটাতেন না। নবীজীর সুন্নত বাদ দিয়ে অনুসলিম ভঙ্গীতে যুদ্ধ কি আল্লাহর রাষ্ট্র বানানোর পরিপন্থী নয়? আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে আল্লাহর তৈরী শ্রেষ্ঠ প্রানীকে হত্যা করা হলে কথায় আর কাজের মিল রইলো কোথায়?

যারা আজ অন্যদের ভুল প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে নিজের ও দশের জীবনকে নষ্ট করছেন তারা আসলেই আল্লাহর তথা ধর্মীয় কাজ কি করছেন? , এগুলো কেনো করছেন, যা করছেন ধর্মীয় আইন মেনেই তা করছেন কিনা, এই কাজগুলো দেশের মানুষকে কোন পথে ঠেলে দিবে এই প্রশ্নগুলো একটু গভীরভাবে ভেবে দেখবেন কি? যারা আপনাদের পরকালের অসীম সুখের লোভ আজ দেখাচ্ছে তারা যে আপনার মুল্যবান জীবনটা = ইহকালটাই ধ্বংস করে দিচ্ছে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হলে সাধারন জনগনের কি সুবিধা হবে , পেট পুড়ে দুবেলা কি সবাই খেতে পারবে? কর্ম সংস্থান, দারিদ্রতা দুর হবে নাকি আবারও সবাইকে পরকালের সুখের আশায়ই বসে থাকতে হবে? আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আমরা সাধারন জনগন জানতে চাই, আপনাদের কাছে। আমাদের কাছে আইনের চেয়ে খেয়ে পড়ে বেচে থাকা অনেক বড় সমস্যা। একসময় ছোটবেলায় একটা কবিতার দুটো লাইন খুব শুনতাম,

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'

আজ সময়ের প্রয়োজনে ইচ্ছে করছে লাইনদুটো বদলে দিতে, বলতে ইচ্ছে করছে,

'আমাদের দেশে আসবে সেই দিন কবে
কথা আর কাজের মাঝে মিল পাওয়া যাবে'।

রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী,ধর্মসেবাকারী প্রত্যেককেই বলছি কথা আর কাজের মাঝে যেনো সকলের সমন্বয় থাকে। আর আজ দেশের ক্রান্তিকালে সকলের কাছে এই অনুরোধ রাখছি চলুন সবাই হাতে হাত ধরে এগিয়ে আসি, সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরী করার চেস্টা করি নিজেদের লেখার মাধ্যমে, গান কিংবা নাটকের মাধ্যমে, প্রচারনা ও শিক্ষার মাধ্যমে।

সবার সুন্দর স্বাস্থ্য আর উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করছি।

তানবীরা তানুকদার
০৬/০১/০৬